লেকচার ৩

- ধ্বনি পরিবর্তন
- যুক্তবর্ণ

ধ্বনির পরিবর্তন ধ্বনি পরিবর্তন:

দ্রুত বা অসাবধানে কথা বলার সময় পাশাপাশি ধ্বনি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শব্দের আদি, অন্ত্য, মধ্য ধ্বনির পরিবর্তন, আগমন, লোপ সাধিত হয়, একেই ধ্বনি পরিবর্তন বলে।

ধ্বনি পরিবর্তন যতভাবে সাধিত হয়:

নানাভাবে ধ্বনি পরিবর্তন হতে পারে। তবে প্রধানত চারভাবে ধ্বনি পরিবর্তন হতে পারে। যেমন-

(১) ভৌগোলিক কারণে;
(২) উচ্চারণের দ্রুততার কারণে;
(৩) বাক্যের অসাবধানতার কারণে;
(৪) কথা বলতে সহজতর কারণে।

ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূতিকাগার জার্মানি। এখানে ধ্বনি পরিবর্তন নিয়ে ভাষা বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান।

আদি স্বরাগম (Prothesis):

উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে আদি স্বরাগম বলে।

যেমন– স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন, স্তাবল > আস্তাবল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।

মধ্যস্বরাগম/বিপ্রকর্ষ/স্বরভক্তি (Anaptyxis):

মাঝে মাঝে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোন কারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।

যেমন– রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, প্রীতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম, শ্লোক > শোলোক, প্রেক > পেরেক।

অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis):

কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে, এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম।

যেমন– দিশ্ > দিশা, পোখত > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি।

অপিনিহিতি (Apenthesis):

পরের ই কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির আগে ই কার বা উ কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।

যেমন– আজি > আইজ, বাজি > বাইজ, দেখিয়া > দেইখ্যা, সাধু > সাউধ, আশু > আউশ, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর, কালি > কাইল।

অভিশ্রুতি (Umlaut, জার্মান ভাষা থেকে এসেছে):

অপিনিহিতি শব্দের স্বরধ্বনিগুলো পরিবর্তন হয়ে যদি শব্দটি নতুন রূপ ধারণ করে, তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে।

যেমন– শুনিয়া > শুইন্যা > শুনে, বলিয়া > বইল্যা > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মাউছা > মেছো, আজি > আইজ > আজ, আসিয়া > আইস্যা > এসে।

অসমীকরণ (Dissimilation):

একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তখন তাকে অসমীকরণ বলে।

যেমন– টপ্ + টপ্ > টপাটপ, ধপ্ + ধপ্ > ধপাধপ, ফট্ + ফট্ > ফটাফট, চট্ + চট্ > চটাচট।

স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony):

একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– দেশি > দিশি, বিলাতি>বিলিতি।

স্বরসঙ্গতি চার প্রকার–

১. প্রগত ২. পরাগত ৩. মধ্যগত ৪. অন্যান্য।

[অপ্রধান ১ প্রকার– চলিত বাংলা স্বরসঙ্গতি। যেমন– ইচ্ছা > ইচ্ছে]

❖ **প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive):**

আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– মুলা > মুলো, তুলা > তুলো, ধুলা > ধুলো।

❖ **পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regressive):**

অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– দেশি > দিশি, আখো > আখুয়া > এখো।

❖ **মধ্যগত স্বরসঙ্গতি (Mutual):**

আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর কিংবা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন– বিলাতি > বিলিতি।

❖ **অন্যান্য স্বরসঙ্গতি (Reciprocal):**

আদ্য ও অন্ত্য দু স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে তাকে অন্যান্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– মোজা > মুজো।

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ (Hapolog):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপ পাওয়াকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ।

যেমন– জানালা > জান্‌লা।

সম্প্রকর্ষ ৩ প্রকার–১.আদি **স্বরলোপ**, ২. মধ্য **স্বরলোপ**, ৩. অন্ত **স্বরলোপ**।

❖ **আদি স্বরলোপ (Aphesis):**

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদিস্বরধ্বনি লোপ পাওয়াকে আদিস্বরলোপ বলে।

যেমন– অলাবু > লাবু > লাউ, অতসী > তিসি, উড়ুম্বর > ডুমুর।

❖ **মধ্যস্বরলোপ (Syncope):**

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের মধ্যস্বর লোপ পাওয়াকে মধ্যস্বরলোপ বলে।

যেমন– অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

❖ **অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope):**

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ পাওয়াকে অন্ত্যস্বরলোপ বলে। যেমন– আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার, সন্ধা > সঞ্ঝা > সাঁঝ।

ধ্বনি বিপর্যয় (Metathesis):

শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।

যেমন– বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, তলোয়ার > তরোয়াল, বারানসি > বেনারসি, মুকুট > মটক।

সমীভবন (Assimilation):

শব্দমধ্যস্থ দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তার সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন।

যেমন– ধর্ম > ধম্ম, গল্প > গপ্প, জন্ম > জম্ম।

সমীভবন ৩ প্রকার– ১. প্রগত ২. পরাগত ৩. অন্যান্য।

❖ **প্রগত সমীভবন (Progressive):**

পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মত হয়, একে প্রগত সমীভবন বলে।

যেমন– চক্র > চক্ক, পক্ব > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্গ, গলদা > গল্লা।

❖ **পরাগত সমীভবন (Regressive):**

যখন পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তখন একে বলে পরাগত সমীভবন।

যেমন– তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ।

❖ **অন্যান্য সমীভবন (Mutual):**

যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তন হয় তখন তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে।

যেমন– সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ, সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

□ **বিষমীভবন (Dissimilation):**

দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে।

যেমন– শরীর > শরীল, লাল > নাল।

□ **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long consonant):**

কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। একে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা বলে।

যেমন– পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল।

□ **ব্যঞ্জন বিকৃতি:**

শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোন ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি।

যেমন– কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা।

ব্যঞ্জনচ্যুতি/লোপ

পাশাপাশি সম উচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি।

যেমন– বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা।

□ **অন্তর্হতি**

পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি।

যেমন– ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা।

□ **র-কার লোপ**

আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। একে র-কার লোপ বলে।

যেমন– তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম।

□ **হ-কার লোপ**

আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ পাওয়াকে হ-কার লোপ বলে।

যেমন– পুরোহিত > **পুরুত, গাহিল** > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু > সাউ, আল্লাহু > আল্লা, শাহ > শা।

□ **য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি**

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জন ধ্বনির মত অন্তঃস্থ 'য়' বা অন্তঃস্থ 'ব' উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়- শ্রুতি ও ব-শ্রুতি।

যেমন– মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ নাওয়া, খাওয়া, নেওয়া ইত্যাদি। য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতিকে ইংরেজিতে Euphonic glides বলে।

বিগত বিসিএস পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

১. ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয়-এর দৃষ্টান্ত? [৪৪তম বিসিএস]
ক. রতন খ. কবাট গ. পিচাশ ঘ. মুলুক উত্তর: গ

২. নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক. আ খ. ই গ. এ ঘ. অ্যা উত্তর: ক

৩. বড় > বড্ড-এটি কোন ধরনের পরিবর্তন? [৪৩তম বিসিএস]
ক. বিষমীভবন খ. সমীভবন গ. ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ঘ. ব্যঞ্জন-বিকৃতি উত্তর: গ

আলোচ্য টপিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১. ভাষার পরিবর্তন কিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত?
ক. শব্দের পরিবর্তনের সাথে খ. বাক্যের পরিবর্তনের সাথে গ. ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে ঘ. পদ পরিবর্তনের সাথে উ: গ

২. পর্তুগিজ 'আনানস' বাংলায় 'আনারস'- এটি কী ধরনের পরিবর্তন?
ক. সাদৃশ্য খ. বৈসাদৃশ্য গ. অর্থগত ঘ. ধ্বনিতাত্ত্বিক উ: ঘ

৩. ধ্বনির পরিবর্তন কত প্রকার?
ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার উ: খ

৪. নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?
ক. প্রাতিপদিক খ. অভিশ্রুতি গ. অপিনিহিতি ঘ. ধ্বনিবিপর্যয় উ: ক

৫. যে রীতিতে 'স্নান' শব্দটি সিনান (স্নান > সিনান) শব্দে পরিণত হয়, তার নাম-
ক. অভিশ্রুতি খ. স্বরাগম গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. অভিকর্ষ উ: খ

৬. কোনটি স্বরাগমের উদাহরণ?
ক. পিরীতি খ. বিলিতি গ. বসতি ঘ. উড়নি উ: ক

৭. 'Prothesis' এর বাংলা প্রতিশব্দ কী?
ক. ধ্বনিসংযুক্তি খ. স্বরভক্তি গ. আদি স্বরাগম ঘ. বিপ্রকর্ষ উ: গ

৮. 'স্কুল' শব্দটিকে 'ইস্কুল' উচ্চারণে ধ্বনির এই পরিবর্তনকে বলা হয়-
ক. আদি স্বরাগম খ. বিপ্রকর্ষ গ. পরাগত ঘ. অপিনিহিত উ: ক

৯. কোনটি আদি স্বরাগম?
ক. স্নেহ > সিনেহ খ. রত্ন > রতন গ. স্ত্রী > ইস্ত্রী ঘ. গ্রাম > গেরাম উ: গ

১০. স্বরাগমের উদাহরণ কোনটি?
ক. স্পর্ধা - আস্পর্ধা খ. মাছুয়া - মেছো গ. নিবানো - নিভানো ঘ. ধোবা - ধোপা উ: ক

১১. সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙ্গে তার মধ্যে স্বরবর্ণ আনয়নকে কী বলে?
ক. স্বরাগম খ. স্বরভক্তি গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. অপিনীহিতি উ: খ

১২. 'মধ্য স্বরাগম'- এর অপর নাম কী?
ক. অসমীকরণ খ. বিপ্রকর্ষ গ. বিষমীভবন ঘ. সমীভবন উ: খ

১৩. সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরের আগমনকে কী বলে?
ক. বিপ্রকর্ষ খ. স্বরসঙ্গতি গ. অভিশ্রুতি ঘ. সমীভবন উ: ক

১৪. 'প্রথম > পরথম' কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. অসমীকরণ খ. অপিনিহিতি গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. স্বরাগম উ: গ

১৫. গ্রাম > গেরাম- এখানে কোনটি ঘটেছে?
ক. ব্যঞ্জন বিকৃতি খ. পরাগম গ. স্বরাগম ঘ. অসমীকরণ উ: গ

১৬. কোনটির স্বরভক্তির উদাহরণ?
ক. বিলিতি খ. বউদি গ. পোক্ত ঘ. পেরেক উ: ঘ

১৭. গাহিল > গাইল, কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. হ-কার লোপ খ. র-কার লোপ গ. ব্যঞ্জন বিকৃতি ঘ. অন্তর্হতি উ:ক

১৮. পাশা পাশি সমউচ্চরণের দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটা লোপ পায়। এই লোপকে বলা হয়-
ক. ধ্বনিচ্যুতি খ. ব্যঞ্জনচ্যুতি গ. অভিশ্রুতি ঘ. ক+খ উ:ঘ

১৯. যে রীতিতে 'স্নান' শব্দটি সিনান (স্নান > সিনান) শব্দে পরিণত হয়, তার নাম-
ক. অভিশ্রুতি খ. স্বরাগম গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. অভিকর্ষ উ:গ

২০. 'স্কুল' শব্দটিকে 'ইস্কুল' উচ্চারণে ধ্বনির এই পরিবর্তনকে বলা হয়-
ক. আদি স্বরাগম খ. বিপ্রকর্ষ গ. অপিনিহিত ঘ. ধ্বনি বিপর্যয় উ:ক

২১. রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র-
ক. স্বরভক্তি খ. স্বরসংগতি গ. অপিনিহিত ঘ. অভিশ্রুতি উ:ক

২২. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?
ক. আজি→আইজ খ. পিশাচ→পিচাশ গ. পাকা→পাক্কা ঘ. স্কুল→ইস্কুল উ:খ

২৩. লাফ> ফাল কোন ধরণের ধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত?
ক. বিষমীভবন খ. ধ্বনি বিপর্যয় গ. ধ্বনিলোপ ঘ. ব্যঞ্জনাগম উত্তর: খ

২৪. নিচের কোনটিতে মধ্য স্বরাগমের প্রয়োগ হয়েছে?
ক. ফিল্ম > ফিলিম খ. সত্য > সত্যি গ. গ্লাস > গেলাস ঘ. শিকা > শিকে উ: ক

২৫. কোনটি অন্ত্যস্বরাগম?
ক. বাক্য > বাইক্য খ. সত্য > সত্যি গ. করিয়া > কইর‍্যা ঘ. ধূলা > ধূলো উ: খ

২৬. অঢ়বহঃযবংরং এর অর্থ-
ক. স্বরসঙ্গতি খ. স্বরাগম গ. অভিশ্রুতি ঘ. অপিনিহিতি উ: ঘ

২৭. পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কী বলে?
ক. স্বরাগম খ. বিপ্রকর্ষ গ. অপিনিহিতি ঘ. অভিশ্রুতি উ: গ

২৮. কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?
ক. ইস্কুল খ. আইজ গ. গেলাস ঘ. ধপাধপ উ: খ

২৯. নিচের কোনটি অপিনিহিতির উদাহারণ?
ক. উড়ুনী খ. রাইত গ. জালুয়া ঘ. ছাওয়া উ: খ

৩০. নিম্নের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?
ক. প্রেক > পেরেক খ. সাধু > সাউধ গ. শিকা > শিকে ঘ. স্কুল > ইস্কুল উ: খ

৩১. আশু > আউশ- এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মের উদাহরণ?
ক. অপিনিহিতি খ. সমীভবন গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. বর্ণ বিপর্যয় উ: ক

৩২. সত্য > সইত্য-ধ্বনির পরিবর্তনে এটি কিসের উদাহরণ?
ক. অপিনিহিতি খ. স্বরসঙ্গতি গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. অসমীকরণ উ: ক

৩৩. একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তাকে কী বলে?
ক. সম্প্রকর্ষ খ. পরাগত গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. অসমীকরণ উ: ঘ

৩৪. মিঠা > মিঠে এরূপ পরিবর্তনকে কী বলা হয়?
ক. স্বরসঙ্গতি খ. স্বরভক্তি গ. ধ্বনি বিপর্যয় ঘ. স্বরলোপ উ: ক

৩৫. স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?
ক. হইবে > হবে খ. জালিয়া > জাইল্যা > জেলে গ. দেশি > দিশি ঘ. রাতি > রাইত উ: গ

৩৬. আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?
ক. পরাগত খ. মধ্যগত গ. প্রগত ঘ. অন্যোন্য উ: গ

৩৭. 'বিলাতি > বিলিতি' কিসের উদাহরণ?
ক. মধ্য স্বরাগম খ. অপিনিহিত গ. প্রগত ঘ. মধ্যগত স্বরসঙ্গতি উ: ঘ

৩৮. মধ্যগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?
ক. জিলাপি খ. মুজো গ. মেলামেশা ঘ. তুলো উ: ক

৩৯. দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে কী বলে?
ক. সমীভবন খ. সম্প্রকর্ষ গ. স্বরাগম ঘ. স্বরসঙ্গতি উ: খ

৪০. উদ্ধার > উদার > ধার এটি কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. অপিনিহিতি খ. সম্প্রকর্ষ গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. অন্তর্হতি উ: খ

৪১. 'স্বরলোপ' কোনটির বিপরীত?
ক. সমীভবন খ. অপিনিহিতি গ. স্বরাগম ঘ. স্বরসঙ্গতি উ: গ

৪২. কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে?
ক. গামছা খ. মশারি গ. লুঙ্গি ঘ. চাদর উ: ক

৪৩. দুটি ধ্বনির পরস্পর স্থান পরিবর্তন করাকে কী বলে?
ক. সমীভবন খ. ধ্বনিবিপর্যয় গ. স্বরভক্তি ঘ. অভিশ্রুতি উ: খ

৪৪. শব্দের মধ্যে দুইটি ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান পরিবর্তন ঘটলে (যেমন: রিক্সা > রিস্কা), তাকে বলে-
ক. শব্দ বিপর্যয় খ. ধ্বনি বিপর্যয় গ. বর্ণ বিপর্যয় ঘ. আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট উ: খ

৪৫. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?
ক. আজি → আইজ খ. পিশাচ → পিচাশ গ. পাকা → পাক্কা ঘ. স্কুল → ইস্কুল উ: খ

৪৬. রিক্সা > রিস্কা কিসের উদাহরণ?
ক. ধ্বনি বিপর্যয়ের খ. বিষমীভবনের গ. বিপ্রকর্ষের ঘ. ব্যঞ্জন বিকৃতির উ: ক

৪৭. বাক্স > বাস্ক হওয়ার রীতিকে বলা হয়-
ক. ধ্বনি বিপর্যয় খ. ধ্বনিসাম্য গ. ধ্বনিলোপ ঘ. ব্যঞ্জনাগম উ: ক

৪৮. বড় দাদা > বড়দা- কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. অন্তর্হতি খ. ব্যঞ্জন বিকৃতি গ. বিষমীভবন ঘ. ব্যঞ্জনচ্যুতি উ: ঘ

৪৯. শব্দমধ্যস্থিত দুটো ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করাকে কী বলা হয়?
ক. সমীভবন খ. অসমীকরণ গ. বিষমীভবন ঘ. অপিনিহিতি উ: ক

৫০. 'রান্না' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে তৈরি?
ক. বর্ণচ্যুতি খ. স্বরলোপ গ. বর্ণদ্বিত্ব ঘ. সমীভবন উ: ঘ

৫১. নিচের কোনটি সমীভবন-এর উদাহরণ?
ক. পদ্ম > পদ্দ খ. বিলাতি > বিলিতি গ. আজি > আইজ ঘ. শুনিয়া > শুনে উ: ক

৫২. 'গল্প > গপ্প' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. স্বরসঙ্গতি খ. বিষমীভবন গ. অসমীকরণ ঘ. সমীভবন উ: ঘ

৫৩. তৎ + হিত > তদ্ধিত কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?
ক. সম্প্রকর্ষ খ. বিষমীভবন গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. সমীভবন উ: ঘ

৫৪. পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?
ক. পরাগত খ. অন্যোন্য গ. স্বরলোপ ঘ. প্রগত উ: ঘ

৫৫. দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বলা হয়-
ক. অপগত খ. পরাগত গ. সমীভবন ঘ. বিষমীভবন উ: ঘ

৫৬. শরীর > শরীল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. স্বরলোপ খ. বিষমীভবন গ. অভিশ্রুতি ঘ. বর্ণ বিকৃতি উ: খ

৫৭. কোনটি বিষমীভবন-এর উদাহরণ?
ক. অঙ্ক > আঁক খ. লাল > নাল গ. কাচ > কাঁচ ঘ. পুথি > পুঁথি উ: খ

৫৮. বড় > বড্ড- এটি কোন ধরনের পরিবর্তন?
ক. বিষমীভবন খ. সমীভবন গ. ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ঘ. ব্যঞ্জন-বিকৃতি উ: গ

৫৯. ফাল্গুন > ফাগুন- ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?
ক. ধ্বনিবিকার খ. শ্রুতিধ্বনি গ. অন্তর্হতি ঘ. ধ্বনি বিপর্যয় উ: গ

৬০. 'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দটি হওয়ার কারণ-
ক. ধ্বনি বিপর্যয় খ. বর্ণদ্বিত্ব গ. বর্ণাগম ঘ. বর্ণলোপ উ: ঘ

৬১. ফলাহার > ফলার হয়েছে, তাকে বলে-
ক. অন্তর্হতি খ. ব্যঞ্চনচ্যুতি গ. ব্যঞ্জন বিকৃতি ঘ. বিষমীভবন উ: ক

৬২. মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে-
ক. অভিকর্ষ খ. অভিশ্রুতি গ. ক্ষীণায়ন ঘ. বিপ্রকর্ষ উ: গ

যুক্তবর্ণ

গুরুত্বপূর্ণ যুক্তবর্ণের গঠন ও ব্যবহার

যুক্তবর্ণ	গঠন	ব্যবহার
ক্ক	ক্ + ক	যেমন : ছক্কা, চক্কর, পাক্কা, ধাক্কা, বৃক্ক, ফক্কা, মক্কা।
ক্ত	ক্ + ত	যেমন : রক্ত, শক্ত, ভক্ত, যুক্তি, মক্তব, শক্ত।
ক্ষ	ক্ + ষ	যেমন : শিক্ষা, বক্ষ, রক্ষা, ভিক্ষুক, অক্ষর, পক্ষ।
ক্স	ক্ + স	যেমন : বাক্স, রিক্সা, কক্সবাজার, টেক্সাটাইল, মেক্সিকো।
ঙ্ক	ঙ্ + ক	যেমন : অঙ্ক, কঙ্কাল, লঙ্কা, বঙ্কিম, সাঙ্কর্য।
ঙ্খ	ঙ্ + খ	যেমন : শৃঙ্খলা, শঙ্খ।
ঙ্গ	ঙ্ + গ	যেমন : অঙ্গ, মঙ্গল, সঙ্গীত, অনুষঙ্গ, সঙ্গিন, ভঙ্গুর।
ঙ্ঘ	ঙ্ + ঘ	যেমন : সঙ্ঘ, লঙ্ঘন।
চ্চ	চ্ + চ	যেমন : উচ্চ, উচ্চারণ, উচ্চকিত, উচ্চাটন, উচ্চার।
চ্ছ	চ্ + ছ	যেমন : উচ্ছল, উচ্ছৃঙ্খলা, উচ্ছেদ, বিচ্ছেদ।
জ্জ	জ+জ	যেমন : উজ্জীবন, উজ্জীবিত, সজ্জা, বজ্জাত, মজ্জাগত।
জ্ঝ	জ্ + ঝ	যেমন : কুজ্ঝটিকা।

জ্ঞ	জ্ + ঞ	যেমন : জ্ঞান, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, সজ্ঞান, অজ্ঞ, বিজ্ঞ।
ঞ্চ	ঞ্ + চ	যেমন : অঞ্চল, সঞ্চয়, পঞ্চম, মঞ্চ, সঞ্চিত, বঞ্চনা ।
ঞ্ছ	ঞ্ + ছ	যেমন : বাঞ্ছিত, বাঞ্ছনীয়, বাঞ্ছা, উষ্ণ।
ঞ্জ	ঞ্ + জ	যেমন : গঞ্জ, রঞ্জন, কুঞ্জ, বঞ্জল, অঞ্জন, অঞ্জলি, অঞ্জাম।
ঞ্ঝ	ঞ্ + ঝ	যেমন : ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট।
ট্ট	ট্ + ট	যেমন : অট্টালিকা, চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম, অট্ট, কট্টর।
ড্ড	ড + ড	যেমন : গড্ডলিকা, উড্ডীন, উড্ডয়ন, বড্ড, হাড্ডি।
ণ্ট	ণ্ + ট	যেমন : ঘণ্টা, বণ্টন, নির্ঘণ্ট, কণ্টক, কণ্টকোদ্ধার।
ত্ত	ত্ + ত	যেমন : উত্তম, বিত্ত, চিত্ত, বৃত্ত, মত্ত, উৎপত্তি, পত্তন।
ত্থ	ত্ + থ	যেমন : উত্থান, উত্থিত, অভ্যুত্থান, তুত্থ, তুত্থক।
দ্দ	দ্ + দ	যেমন : উদ্দাম, উদ্দীপক, উদ্দেশ্য, ভাদ্দর, তদ্দিন।
দ্ধ	দ্ + ধ	যেমন : উদ্ধত, উদ্ধৃত, পদ্ধতি, তদ্ধিত।
দ্ভ	দ্ + ভ	যেমন : উদ্ভব, উদ্ভট, উদ্ভিদ, তদ্ভাব, তদ্ভিন্ন ।
ন্ত	ন্ + ত	যেমন : অন্ত, দন্ত, কান্ত, তন্ত্র, জন্তু, গন্তা।
ন্দ	ন্ + দ	যেমন : আনন্দ, সন্দেশ, বন্দী, নন্দী ।
ন্ধ	ন্ + ধ	যেমন : বন্ধন, রন্ধন, সন্ধান, গন্ধ, গন্ধলি, গন্ধক ।
ন্ন	ন্ + ন	যেমন : অন্ন, ছিন্ন, ভিন্ন, তন্নিমিত্ত, তন্নিষ্ঠ, ধন্না ।
ন্ম	ন্ + ম	যেমন : জন্ম, আজন্ম, জন্মা, জন্মাবধি।
প্ত	প্ + ত	যেমন : রপ্ত, ব্যাপ্ত, লিপ্ত, দীপ্ত, গুপ্ত ।
প্প	প্ + প	যেমন : পাপ্পা, পাপ্পু, ধাপ্পা।
প্স	প্ + স	যেমন : লিপ্সা, অভীপ্সা, ঈপ্সা, অনিপ্সা ।
ব্দ	ব্ + দ	যেমন : অব্দ, জব্দ, শব্দ, লব্দ, শতাব্দ ।
ল্ক	ল্ + ক	যেমন : উল্কা, বল্কল, পাল্কি, কল্ক, কল্কি।
ল্গ	ল্ + গ	যেমন : ফালগুন, ফালগুনি ।
ল্ট	ল্ + ট	যেমন : উল্টা, পাল্টা।
ষ্ক	ষ্ + ক	যেমন : শুষ্ক, পরিষ্কার, বহিষ্কার, আবিষ্কার।
স্ক	স্ + ক	যেমন : স্কুল, স্কন্ধ, ভাস্কর, স্কুটার, স্কার্ট, স্কার্ফ।
স্খ	স্ + খ	যেমন : স্খলন, পদস্খলন, পদস্খলিত।
স্ট	স্ + ট	যেমন : আগস্ট, স্টেশন, স্টাইল, স্টিমার, স্টেডিয়াম।
স্ত	স্ + ত	যেমন : অস্ত, সস্তা, স্তব্ধ, স্তন্য, স্তর, স্তবক, স্তম্ভ।
স্প	স্ + প	যেমন : স্পষ্ট, স্পন্দন, স্পর্ধা, স্পর্শ, স্পন্দ, স্পিকার।
স্ফ	স্ + ফ	যেমন : স্ফটিক, প্রস্ফুটিত, স্ফার, স্ফুট, স্ফুরণ, স্ফুলিঙ্গ।
হ্ম	হ্ + ম	যেমন : ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রাহ্ম, ব্রহ্মা, ব্রহ্মজ্ঞান ।
ষ্ণ	ষ্ + ণ	যেমন : কৃষ্ণ, উষ্ণ, তৃষ্ণা, বৈষ্ণব।

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

১. 'হ্ম' যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে? [২৩ তম ও ৩৮ তম বিসিএস]

ক. হ্ + ম খ. ক্ + ষ গ. ষ্ + ম ঘ. ম্ + হ উ: ক

২. 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের শুদ্ধ রূপ কোনটি? [৩৬ তম বিসিএস]

ক. জ্ + ঞ খ. ঞ + গ গ. ঞ্ + জ ঘ. গ্ + ঞ উ: ক

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

১. 'ঞ্চ' যুক্ত বর্ণটির স্বরূপ কী?

ক. ঞ্ + চ খ. ঞ + চ গ. ঞ্ + ধ ঘ. ঞ + জ উ: ক

২. 'স্থ' যুক্তবর্ণে কী কী বর্ণ আছে?

ক. ষ + থ খ. হ + থ গ. স + থ ঘ. স + ত উ: গ

৩. 'দ্ধ' যুক্তাক্ষরে কোন ২টি বর্ণ রয়েছে?

ক. দ্ + ব খ. দ্ + দ গ. দ্ + ত ঘ. দ্ + ধ উ: ঘ

৪. নিচের কোনটি একটি যুক্তাক্ষর?

ক. ঐ খ. ই গ. ঔ ঘ. ষ্ণ উ: ঘ

৫. 'দ্ধ' যুক্তাক্ষরে কোন ২টি বর্ণ রয়েছে?

ক. দ্ + ব খ. দ্ + দ গ. দ্ + ত ঘ. দ্ + ধ উ: ঘ